প্রশ্ন : প্রাক আধুনিক চিনের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা কিরূপ ছিল? তুমি কি মনে কর এই ব্যবস্থা স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিল ?

উত্তর : পৃথিবীর তৃতীয় বৃহত্তম দেশ চিনে সবচেয়ে বেশী সংখ্যক জনগণের বাস হলেও এর ১/৫ অংশ ১৫০০ ফুট উচ্চতার উপরে অবস্থিত এবং ৪/৫ অংশ পার্বত্য অথবা শুষ্ক অঞ্চল, যা নিবিড় চাষের অনুপযুক্ত। তা সত্ত্বেও ভূপৃষ্ঠ ও জলবায়ুর দিক থেকে চিন মূলতঃ কৃষিভিত্তিক দেশ। পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতক থেকেই চিনে জমির উপর সামন্ত স্বত্ত্ব চলে গিয়েছিল। জমির মালিকানা ছিল ব্যক্তিগত। বেশ কিছু জমির মালিক ছিল জমিদার, যিনি চাষীদের জমি ভাড়া দিতেন। কিছু জমি কৃষকের নিজস্ব মালিকানায় ছিল এবং তারা নিজে চাষ করত। কনফুসীয় বিধান অনুযায়ী সামাজিক কাঠামোয় কৃষকদের উচ্চস্থান থাকলেও বাস্তবে কৃষকের জীবন ছিল দুর্বিষহ। উৎপাদিত ফসলের প্রায় সবটাই জীবন ধারণের জন্য ব্যয়িত হত। অবশিষ্ট কিছু অংশ দৈনন্দিন জীবনের অত্যাবশ্যকীয় পণ্য ক্রয়ে ব্যয়িত হত। চিনা কৃষি অর্থনীতির এই বৈশিষ্ট্যকে Subsistance Economy আখ্যা দেওয়া যায়। সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা গেছে চিনে বেশীর ভাগ কৃষকই ছিল ভাড়াটে চাষী।

চিনে কৃষকদের এই দুর্বিষহ অবস্থা বারবার কৃষকদের বিদ্রোহে প্ররোচিত করেছিল। হান বংশ থেকে শুরু করে কুয়োমিনটাং ও সাম্যবাদী চিনা সরকারের আমলেও চিনা সরকারের মূল সমস্যা ছিল অতিরিক্ত জনসংখ্যা এবং কৃষকদের চূড়ান্ত দারিদ্র্য।

নানা অসুবিধা সত্ত্বেও চিনের কৃষি উৎপাদন এতটাই বেশী ছিল যে কৃষকের স্বপ্ন উদ্বৃত্ত ব্যাপক বাণিজ্যের উপযোগী ছিল। চিন সারা বিশ্বকে চাল, সোয়াবিন, মিলেট, বার্লি, মিষ্টি আলু উৎপাদনের দিক থেকে নেতৃত্ব দিয়েছে এবং তার সাথে সাথে চা, সিল্ক, তামাক, গম, এবং তুলো উৎপাদনে চিন ছিল অগ্রগণ্য। চিনে জমি চাষের কৌশল আধুনিক বিচারে অবৈজ্ঞানিক হলেও প্রতি একর উৎপাদনের ক্ষেত্রে চিন যথেষ্ট অগ্রণী ছিল। চিনের কৃষি ব্যবস্থা থেকে যে প্রধান রাজনৈতিক সমস্যা উদ্ভূত হয়েছিল তা হল প্রজাস্বত্ত্ব সমস্যা এবং চিনের জেন্ট্রি বা সম্ভ্রান্ত সম্প্রদায়ের জমির উপরে আধিপত্য।

প্রাক আধুনিক চিনের ব্যবসা বাণিজ্য ছিল আঞ্চলিক ও শহর কেন্দ্রিক। চিনের ভারী শিল্পের সর্বাধিক বিকাশ সম্ভব হয় নি। তবুও চিনারা কয়লা, লোহা, সীসা, তামা, অ্যান্টিমনি, টিন, সোনা ও রূপোর খনির বিকাশ করেছিল। চিনের প্রদেশগুলিতে স্থানীয় পণ্যাদি বিক্রি হত। বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে চিনের পোর্সেলিন, তামা, লোহা, চা ও চিনি ছিল প্রধান। চিনা জাহাজ জাঙ্ক দ্বারা চিনারা দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় বাণিজ্য চালাতো। চিনের সূতীবস্ত্রের উৎপাদনও ছিল উল্লেখযোগ্য।

প্রাক আধুনিক চিনের অর্থনীতি আলোচনা করলে দেখা যায়, সেখানে আধুনিক ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের প্রবণতা গড়ে ওঠে নি। চিন বৈদেশিক পণ্যের জন্য কখনই আগ্রহ দেখায় নি। চিনারা বিশ্বাস করত, তাদের পণ্যের উন্নত গুণমানের জন্যই বিদেশীরা চিনে আসে। চিনকে কখনই বিদেশী পণ্যের উপর নির্ভর করতে হয় নি। বলা যায়, এদিক থেকে প্রাক-আধুনিক চিনের অর্থনীতি ছিল স্বয়ংসম্পূর্ণ।